জাগো২৪

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের ভাল-মন্দ বার্তা

www.jago24.in | দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪৩০ | www.jago24.in

রক্তদান অভিযানে গুনীজন সম্বর্ধনা

২৫শে জুন রক্তদান অভিযানে মঞ্চে বসেছিল চাঁদের হাট। উক্ত দিনে মঞ্চ আলোকৃত করেছিলেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অধ্যাপক শ্রী সৌগত রায়, রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সী, মেয়র পারিষদ সদস্য বিধাননগর পৌরনিগম এবং যুব কৃষ্ণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী, বিধাননগর পৌরনিগমের মেয়র শ্রীমতি কৃষ্ণা চক্রবর্তী, মাননীয় বিধায়ক ও রাজারহাট নিউটাউনের প্রাণপুরুষ শ্রী তাপস চ্যাটার্জী সহ আরো বহু রাজনৈতিক পদাধিকারী ব্যক্তি সমূহ।

(পরবর্তী অংশ ৩-এর পাতায়)

রক্তদান কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সীর উদ্যোগে এবং দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে, একমাস ব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উপলক্ষে গত ২৫ শে জুন, ২০২৩, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায়, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন অঞ্চলে, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী যজ্ঞ পালিত হলো। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অদিতি মুন্সীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

গত ২৫শে জুন, এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বিধাননগর পৌর নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জী তাঁর ওয়ার্ডের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ICSE, ISC, CBSE বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিলেন। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিদ্যার সাগরে শিক্ষার লহরী

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর স্বপ্নের প্রকল্প... মানবিক প্রকল্প... "বিদ্যাসাগর প্রকল্প"। এই প্রকল্পে বছরে দুইবার করে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রকমের শিক্ষার সামগ্রী প্রদান করা হয়। গত ২৫ শে জুন, ২০২৩, সন্ধ্যাবেলায় বিদ্যাসাগর প্রকল্পের শিক্ষা সামগ্রী ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী ও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(পরবর্তী অংশ ২-এর পাতায়)

সুলভ শৌচালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গত ২৫ শে জুন, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে, নবনির্মিত - রবীন্দ্রপল্লী বাজারের ব্যবসাদার ভাই-বোন এবং অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য সুলভ শৌচালয়ের উদ্বোধন করলেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভার বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সী।

সম্পাদকীয় কলমে

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

ইতিহাস শিখিয়েছে যে, আমরা ইতিহাস থেকে কিছু শিখতে 'চাই না'... প্রসঙ্গে - ঘুমন্ত বাঙালি...

বাঙালি শব্দটির মধ্যেই একটা আগুনের শিখা ন্যায় আবেগ কাজ করে।সমগ্র বিশ্ব বাঙালিদের শ্রদ্ধা,সম্মান প্রদর্শন করেন।জীবনের সব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের নজির গড়েছে এই জাতি। তবে সে ঘুমন্ত কি করে হয়? প্রশ্ন এটাও যে,জাগ্রত বাঙালির সংখ্যা কত? ইতিহাসের একটি উদাহরনস্বরুপ নিম্নোক্ত ছোট্ট একটি সত্যি গল্প পড়লেই বুঝতে পারবেন, বাঙালি কেন ঘুমন্ত। অল্প সংখ্যক কিছু বাঙালি দেশোদ্ধার করতে প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু আজও সমগ্র একটি জাতির ঘুম পুরোপুরি ভাঙেনি। স্বামীজি বারংবার বলেছেন ওঠো, জাগো শব্দটি।তার মানে কি আমরা বুঝতে পেরেছি? বর্তমানে মনে হয় আমরা বাঙালিরাই সংখ্যালঘু হয়ে গেছি। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যখন গ্রেফতার করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অসংখ্য মানুষ হাঁ করে নীরব দর্শকের মতো সেই দৃশ্য উপভোগ করেছিলো। শুধু তাই নয়, পিঠে ছুরিকাঘাত করার পূর্বে নবাবকে কাঁটাওয়ালা সিংহাসন ও ছেঁড়া জুতো দিয়ে যখন অপমান করা হচ্ছিলো, তখন শত শত মানুষ সেই কৌতুকে ব্যাপক বিনোদিত হয়েছিলো ! মাস সাইকোলজি টা একটু খেয়াল করে দেখুন, এই জাতি দুশো বছরের গোলামি সাদরে গ্রহণ করেছিলো ওভাবেই।

একটি মজার তথ্য দিই। লর্ড ক্লাইভ তার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লিখেছিল, নবাবকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অপমান করতে করতে, তখন দাঁড়িয়ে থেকে যাঁরা এসব প্রত্যক্ষ করেছিল তারা যদি একটি করেও ঢিল ছুঁড়ত তবে ক্লাইভকে করুণ পরাজয় বরণ করতে হতো। আরো চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে, প্রায় ১০ হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজার পদাতিক এবং অসংখ্য কামান-গোলাবারুদ সহ বিশাল সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়েই পলাশীর ময়দানে এসেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু তার বিপরীতে রবার্ট ক্লাইভের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩ হাজার, যার মধ্যে নশো জনই ছিলো হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শৌখিন অফিসিয়াল সদস্য। যাঁদের অধিকাংশেরই তলোয়ার ধরার মতো সুপ্রশিক্ষণ ছিলো না, কোন দিন যুদ্ধ করেনি তাঁরা।

এতো কিছু জেনেও রবার্ট ক্লাইভ যুদ্ধে নেমেছিলো এবং জিতবে জেনেই নেমেছিলো। কারণ, রবার্ট ক্লাইভ খুব ভালো করেই জানতেন যে, একটি হীনমন্য ব্যক্তিস্বার্থলোভী দ্বিধাগ্রস্ত জাতিকে পরাস্ত করতে খুব বেশি আয়োজনের প্রয়োজন নেই ; রক্ত-যুদ্ধ এইসব এঁদের জন্য মশা মারতে কামান দাগার মতো অবস্থা। যাঁদেরকে সামান্য দাবার চালেই মাত করে দেয়া যায়, তাঁদের জন্য হাজার হাজার সৈন্যের জীবনের ঝুঁকি তিনি কেন নেবেন ? এছাড়াও, মীরজাফরকে যখন নবাবীর টোপ গেলানো হয়, রবার্ট ক্লাইভ তখনো জানতো যে, সিরাজকে পরাজিত করার পর এই বদমাশটি সহ বাকি গুলোর পিছনেও লাথি দেয়া হবে এবং হয়েছেও তাই।

মীরজাফর, উমিচাঁদ, রায়বল্লভ, ঘষেটি বেগমসহ সবগুলোরই করুণ মৃত্যু হয়েছিলো। না ভাই, রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফরের বেইমানীর উপর ভরসা করে যুদ্ধে আসেনি। সে যুদ্ধে এসেছিলো বাঙালীর মানসিকতা ও ভূত-ভবিষ্যতসহ বহুদূর পর্যন্ত নিখুঁতভাবে আন্দাজ করে। সে জানতো, মীরজাফরকে টোপ দিলে গিলবে এবং কাজ শেষ হলে লাথিও দেবে। সে জানতো, যুদ্ধশেষে জনসম্মুখে নবাবের পিছনে লাথি দিলেও এই জাতি বিনোদনে দাঁত কেলাবে, অথবা হাঁ করে সব চেয়ে চেয়ে দেখবে। বিনা দ্বিধায়ই সার্টিফিকেট দেয়া যায়, বাঙালী জাতির মানসিকতা সবচেয়ে নিখুঁত ভাবে মাপতে পারা ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তিটির নাম রবার্ট ক্লাইভ ...

জানিনা এই লেখার মন্তব্য কি আসবে দর্শককুল থেকে। কিন্তু প্রকৃত সত্য এটাই।তাই আজ দরকার বাঙালির ঘুম থেকে জেগে ওঠা। সেটা সময়ই বলবে।

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর "আমার কথা"

আজ এমন একটা বিষয়ে বলবো যে, জীবন সম্পর্কে ধারনা সম্পুর্নরুপে বদলে যেতে বাধ্য। "আমার কথা" এমন একটা বিষয় হয়ে গেছে, যেখানে আমি নিজের কথা ব্যক্ত করে নিজেকে একটু হাল্কা বোধ করি। গতানুগতিক জীবন থেকে বেরিয়ে একটু শুদ্ধ নিঃশ্বাস নিই।

কোনো এক ব্যক্তির জীবনকাল, যতই সফল হোক না কেন, সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ বা স্বার্থক তখনই হয় যখন সে নিজেকে ভালবেসে নিজের মতন করে বাঁচতে পারে। প্রাথমিকভাবে এটি কঠিন বলে মনে হয় কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই যে অনেক লেখক, দার্শনিক, ব্যবসায়ী এবং এমন কিছু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা আছেন যাঁরা নিজের সঠিক পরিচয় অর্জন করতে লড়াই করে গেছেন। তাই নিজের পরিচয় গড়তে এনাদের নিরলস সংগ্রাম সাধারণ মানুষের কাছে উদাহরণস্বরূপ। অন্যজনে কী পেয়েছে ,কতটা সফলতা লাভ করেছে সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করে নিজের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে তাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলাই হল জীবন। তাই জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে নিজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান সেগুলোকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে যেতে হবে। ভবিষ্যত তাদেরই পুরস্কৃত করে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । নিজের জন্য দুঃখ পেয়ে এবং নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সময় নষ্ট না করাই উচিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পরে লড়াই করুন।

নিজেকে কখনো সীমাবদ্ধ করতে যাবেন না কারণ, মানুষেরা এই বিষয়টি গ্রহণ করবে না যে আপনি অন্যরকম ও কিছু করতে পারেন। নিজের মধ্যেই থাকুন, কারও কাছ থেকে কিছু নেবেন না, তা আপনাকে কখনই জীবিত থাকতে দেবে না।
(ক্রমশ)

সবে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ

আমাদের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর নেতৃত্বে পৌর পরিষেবার কাজ অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। কাউন্সিলর সম্বন্ধে আগে যে ধারণা পোষণ করতাম, উনি আসার পরে সেই ধারণা একেবারেই বদলে দিয়েছেন। নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে উন্নত রাস্তাঘাটের পরিষেবা। বিশেষ করে উল্লেখ করব প্লাস্টিক বর্জন - এটা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে এই ব্যাপারে নজরদারি আরো একটু বাড়াতে হবে বলে আমার মনে হয়। যে কাজগুলি এগিয়ে চলেছে - তার মধ্যে Regular Basis মশার ওষুধ Spray করা, নিয়মিতভাবে খালের জল ও আবর্জনা পরিষ্কার করা রীতিমতো প্রশংসনীয়। আমি একান্তভাবে আমাদের পৌরপিতার কাছে একটা অনুরোধ রাখব - এই গলির রাস্তার কুকুরগুলোর উৎপাত যদি বন্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে বড়ো ভালো হয়।

পরিশেষে লিখি - এই ওয়ার্ডের কর্মীরা প্রতিদিন দক্ষতার সঙ্গে, তাঁদের সাধ্যমতো হাসিমুখে কাজ করে চলেছেন, যাঁদের কথা না বললেই নয়। আপনার সাথে আমরাও এই ওয়ার্ডকে যাতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি সেই চেষ্টা অবশ্যই করব।

- শিখা সে [BD - 29]

বিজন আলোয়

সাঞ্জলী মাইতি
শ্রেনী - পঞ্চম
বয়স - ১১

সাহানা সরকার
শ্রেনী - চতুর্থ
বয়স - ৯

বিদ্যার সাগরে শিক্ষার লহরী

"ওরা কাজ করে, ২৪ এর প্রতিটি প্রান্তরে"

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

নিকাশি ব্যবস্থায় উন্নয়নের রূপসী ২৪

ওরা কাজ করে ২৪ এর প্রতিটি প্রান্তরে মানুষের সুরক্ষার্থে, মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার্থে। এই বর্ষার মরশুমে যাতে ডেঙ্গু তার প্রবল আঘাত এই ওয়ার্ডে না করতে পারে, তার জন্য পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী সদা জাগ্রত থাকেন। সেই কারণে ২৪ ঘন্টা পরিষেবার হেলথ ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি সৈনিকেরা, এলাকার প্রতিটি নালা, নর্দমায় মশার ওষুধ প্রতিদিন স্প্রে করে থাকেন।

নব পথ নির্মানে পৌরপিতা

বিধান নগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে, ঢাকা নর্দমা সহ রাস্তা ঢালাই এর কাজ চলছে, রবীন্দ্রপল্লী বাজারের পাশের একটি গলিতে। এই রাস্তা পৌর পিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী একান্ত নিজের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় ওই গলিটির প্রতিটি মানুষের সুবিধার্থে তৈরি করে দিয়েছেন।

রক্তদান অভিযানে গুনীজন সম্বর্ধনা

প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এটা প্রমাণ করেছেন যে নিকাশি ব্যবস্থার সবথেকে বড় শত্রু এই দুটি জিনিষ। আজকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি নালা-নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ হওয়ায়। তার সাথে সাথে কনজারভেন্সি কর্মীরা প্রতিদিন নর্দমা থেকে পাঁক তুলে নর্দমার জল নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখেন।

পরিবেশ রক্ষায় পৌরপিতা

পরিবেশ রক্ষায় পৌর পিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। প্রতিদিন ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে জলা জঙ্গল, আগাছা পরিষ্কার করার জন্য ২৪ ঘন্টা পরিষেবার সৈনিকেরা সদা প্রচেষ্ট থাকেন। এই ভাবেই এগিয়ে যায় ২৪ ঘন্টা পরিষেবার সৈনিকগন এক নতুন স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরির পথে।

আগাম বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্য রক্ষায় পৌরপিতা

আসন্ন বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য রক্ষায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর পরিচালনায়, প্রতিদিন স্বেচ্ছাকর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে মশার ওষুধ সঠিকভাবে স্প্রে করে। সপ্তাহে ৬ দিন সমগ্র ওয়ার্ডকে ৬টি ভাগে ভাগ করে এই কাজ করা হয় এবং সপ্তম দিনে আবার প্রথম দিনের অঞ্চলে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। তার কারণ একটি মশা ডিম পাড়ার পর সেই ডিম থেকে লার্ভা হয়ে পূর্ণাঙ্গ মশা তৈরি হতে সাত থেকে দশ দিন লাগে। তাই প্রতি ছয় দিন অন্তর এক একটি অঞ্চলে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা অহিনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জি, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

জগন্নাথস্বামী নয়ন পথগামী

শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় তাঁর ওয়ার্ডের বিখ্যাত জগন্নাথ বাড়ির রথযাত্রা সহ অন্যান্য রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করলেন এবং রথযাত্রা উৎসব আনন্দ সহকারে, ভক্তি সহকারে এলাকার মানুষের সাথে পালন করলেন।

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

বহু গরিব মানুষ কাজ করতে অপারক, অর্থের অভাবে ঘরে থাওয়া বন্ধ। ছেলে মেয়েরা মা বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। সেই সকল বাবা এবং মায়েদের জন্য তাদের নামেই এই 'মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প'। প্রতি মাসে তাদের রেশন ব্যবস্থা আমাদের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় ও নিজ একান্ত উদ্যোগে করা হয়ে থাকে।

মানব ভগবানদের সাথে পৌরপিতা

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যুদিন উপলক্ষে, গত ১লা জুলাই, ডক্টরস ডে উপলক্ষে এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দিয়ে দিনটি পালন করলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। চিকিৎসকরা আমাদের সমাজের মানব ভগবান, তাঁরা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁরা মানুষকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করেন। সমাজে চিকিৎসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খুঁটি পূজায় পৌরপিতা

বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। সারা বছর বাঙালি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকে কবে মা আসবেন সেই অপেক্ষায়। মায়ের সেই আগমনী বার্তা আর বেশি দূরে নয়। তাই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রফুল্লকানন (পূর্ব) বালকবৃন্দ ক্লাব সহ বিভিন্ন ক্লাবের খুঁটি পূজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী।

জাগো ২৪ এর জনসংযোগ যাত্রা

পৌরপিতা ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসংযোগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম জাগো ২৪ এর জনসংযোগ যাত্রা। প্রতি সপ্তাহে এই জনসংযোগ যাত্রা সূচিত হয় ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই জনসংযোগ যাত্রার ফলে পৌরপিতার সাথে সাধারণ মানুষের কাজের ভালো-মন্দ, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকা যায় এবং তার সমাধান করা যায়। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর অনন্য অসাধারণ একটি উদ্যোগ এই জনসংযোগ যাত্রা।

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
মুঠোফোন
৮৭৭৭৬ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াটস অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৪২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

JagoTwentyfour
jagotwentyfour.official
www.youtube.com/@jago24media
Jago Twentyfour